মেহেরপুরে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড গাছপালা, আম ও ফসলে ব্যাপক ক্ষতি

মেহেরপুরে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে জেলার বিভিন্ন এলাকার টিনের তৈরি বসতঘর। মাত্র আধা ঘণ্টার দমকা হাওয়ায় ভেঙে পড়েছে শত শত গাছপালা, কাঁচা ও আধাপাকা ঘরবাড়ি; ঝরে পড়েছে আম ও লিচুর গুটি। এমনকি উপড়ে গেছে বিদ্যুতের খুঁটিও।

শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে শুরু হওয়া এই ঝোড়ো হাওয়ায় জেলার তিনটি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক বাড়ির চালা উড়ে গেছে, কোথাও আবার গাছ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে সড়ক যোগাযোগ। রাতভর বিচ্ছিন্ন ছিল বিদ্যুৎ সংযোগ।

ঝড়ের তাণ্ডবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আমচাষিরা। বাগানজুড়ে মাটিতে পড়ে আছে ঝরে পড়া আম। অনেক আম ফেটে নষ্ট হয়ে গেছে। চাষিদের দাবি, তাদের বাগানের প্রায় অর্ধেক আম ঝড়ে নষ্ট হয়েছে।

অন্যদিকে মাঠের ভুট্টা ফসলেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ায় ফসল নুয়ে পড়ে অনেক জায়গায় নষ্ট হয়ে গেছে।
ঝড়ের প্রভাবে পুরো জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। টানা প্রায় ৯ ঘণ্টা অন্ধকারে ছিল মেহেরপুর।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস জানায়, রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে জেলার ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়।

রবিবার সকালে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ও গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কে ভেঙে পড়া গাছ সরাতে কাজ করছেন স্থানীয়রা।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, চলতি মৌসুমে মেহেরপুরে প্রায় ২ হাজার ৮০০ হেক্টর জমিতে আমের চাষ হয়েছে। এদিকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে কাজ শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

আলমডাঙ্গায় কালবৈশাখীর তাণ্ডব: ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

আলমডাঙ্গা উপজেলায় আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে গাছপালা, বসতবাড়ি, দোকানপাট ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একাধিক স্থানে বড় গাছ উপড়ে সড়ক ও বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে থাকায় যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সরবরাহে চরম বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৫ মিনিট পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা ধরে প্রবল বেগে ঝড় বয়ে যায়। এ সময় দমকা হাওয়া ও বজ্রসহ বৃষ্টিপাতে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটাছুটি করেন।

ঝড়ের সময় উপজেলার বিভিন্ন সড়কের পাশের পুরোনো ও বড় গাছ ভেঙে পড়ে। কোথাও কোথাও এসব গাছ বিদ্যুতের খুঁটি ও তারের ওপর পড়ে যাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে রাতভর অন্ধকারে কাটাতে হয়েছে অনেক এলাকাবাসীকে।

এ ছাড়া ঝড়ে বেশ কিছু কাঁচা ও টিনশেড ঘরের চালা উড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানপাটের ব্যবসায়ীরাও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। কৃষকেরা জানান, মাঠের বিভিন্ন ফসল বিশেষ করে সবজি ও মৌসুমি চাষের গাছ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা তাদের জন্য বড় ধরনের আর্থিক ধাক্কা।

ঝড়ের পরপরই অনেক এলাকায় সড়কের ওপর পড়ে থাকা গাছ সরাতে স্থানীয় লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ শুরু করেন। তবে বিদ্যুতের তারের ওপর গাছ পড়ে থাকায় কিছু এলাকায় পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার তালিকা প্রণয়ন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ দ্রুত পুনঃস্থাপনে কাজ চলছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয়রা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পরিষ্কার, বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে কালবৈশাখীর তাণ্ডব, উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

আধাঘন্টার কালবৈশাখী তাণ্ডবে তছনছ মেহেরপুরের আম-লিচু, উঠতি ফসলি জমি ও গাছপালা। রাত থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল পুরো জেলা। ঝরে পড়েছে আম-লিচু, কাঁঠাল। মাটির সাথে নুয়ে পড়েছে কলা ও ধানক্ষেত। এতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা চাষিদের।

শনিবার (১৭ মে) সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু হয়ে চলে ঝড়ের তাণ্ডব। আধাঘণ্টা পর ঝড়ের গতি কিছুটা কমলেও এর প্রভাব ছিল রাত ৯টা পর্যন্ত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের একটি দুই বিঘার কলাক্ষেত ঝড়ে মাটির সাথে নুয়ে পড়েছে। আর কয়েকদিন পরই কৃষক ফসল ঘরে তুলতেন। দুই বিঘা জমিতে তার খরচ হয়েছে দেড় লাখ টাকা। এছাড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় উঠতি ফসল ধান ও পেঁপের ক্ষতি হয়েছে। ১৫ মে থেকে আম-লিচু সংগ্রহ শুরু করেছেন বাগানিরা। গতকালের ঝড়ে ৪০ থেকে ৫০ ভাগ আম-লিচু ঝরে পড়েছে বলে দাবি তাঁদের। এতে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে হবে তাঁদের।

এদিকে ঝড়ের তাণ্ডবে সন্ধ্যা থেকেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মেহেরপুর শহরসহ পুরো জেলা। সকাল থেকে শহর এবং পর্যায়ক্রমে পল্লি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। জেলার কয়েক জায়গায় গাছপালা ভেঙে পড়েছে সড়কের উপর। এতে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মাঠপর্যায়ে জরিপ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ ঝড়ে কৃষকদের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে। আজ বিকাল অথবা কালকের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

নিরূপণ করা সম্ভব হবে।